সংবাদ

তারিখ ... 1 NOV 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৭ কার্তিক ১৪১৯
Dhaka : Thursday 1 November 2012

# সম্পাদকীয়

## শিক্ষা আইনের খসড়া দুই বছরেও চূড়ান্ত হলো না
## এটা কি যুগ্ম সচিবের সাবোটাজ

চূড়ান্তকরণে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতার শিকার প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন ২০১২। সংবাদ গত বুধবার জানিয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলাদের অদক্ষতা ও খামখেয়ালিপনার জন্য শিক্ষা আইন প্রণয়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ আইনের খসড়া চূড়ান্ত করতেই খসড়া প্রণয়ন কমিটির সময় লেগেছে প্রায় দু'বছর। আর বর্তমান সরকারের মেয়াদ আছে মাত্র ১৩ মাসের কিছু বেশি। অথচ শিক্ষা আইন চূড়ান্ত না হলে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা যাবে না। তা হলে প্রশ্ন থেকে যায়, এত প্রশংসিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে লাভ কী হলো যদি তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা না যায়।

বর্তমান সরকারের শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যতম অসামান্য সাফল্য হলো একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। সবার জন্য বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১০ এ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। প্রাগ্রসর সব মহলে এ শিক্ষানীতি প্রশংসিত হয়েছে। এখন দরকার তার বাস্তবায়ন। এ জন্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি আইনি কাঠামোতে আনতে হলে দরকার একটি শিক্ষা আইনের। সে লক্ষ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবকে (আইন ও অডিট) আহ্বায়ক করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কয়েকজন সদস্যকে শিক্ষা আইনের খসড়া তৈরির দায়িত্ব দেন সরকার। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের নিরলস প্রচেষ্টায় দ্রুত সময়ের মধ্যেই শিক্ষা আইন ২০১২-এর খসড়া প্রণীত হয়। কিন্তু যুগ্ম সচিব মহোদয়ের সময়ের অভাবে এ দুই বছরে খসড়াটি চূড়ান্ত করা যাচ্ছে না। আমলাতন্ত্র আর কাকে বলে। মাত্র একজন আমলার সময়ের অভাবে যে দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয় না সেই দেশ আর যাই হোক ২১ শতকের বাংলাদেশ হতে পারে না।

তাহলে জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়নের কী হবে? খবর বলছে, বর্তমান সরকারের আমলে এর বাস্তবায়ন অনিশ্চিত। সরকারের মেয়াদ আছে আর মাত্র ১৩ মাস। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষা আইন খসড়াটি চূড়ান্ত করতে হবে। তারপর অধিকতর যাচাই-বাছাই করবে শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে মূল কমিটি। এরপর ভেটিংয়ের জন্য এটি পাঠানো হবে আইন মন্ত্রণালয়ে। ভেটিং শেষে এটি মন্ত্রিসভায় উত্থাপন করা হবে। মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পেলে এটিকে জাতীয় সংসদে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তোলা হবে। এরপর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে গেজেট আকারে প্রকাশ করতে হবে আইনটিকে। সুতরাং মহাজোট সরকারের আমলে দীর্ঘ এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারবে কি না তা নিয়ে আমরাও সন্দেহ প্রকাশ করছি। স্বয়ং খসড়া কমিটির সদস্যরাই এ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রয়েছেন এখন। প্রায় দুই বছরে খসড়া কমিটি যুগ্ম সচিবের সময় না দিতে পারার কারণে খসড়া আইনটি চূড়ান্তই করতে পারল না আজ পর্যন্ত। তারপর তো রয়েছে আইনে পরিণত হতে এর দীর্ঘ প্রক্রিয়া।

খসড়া আইনের এক জায়গায় সরকারের অনুমোদন ছাড়া স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এবং অন্য কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করা হলে অভিযুক্তদের দুই লাখ টাকা জরিমানা বা ৬ মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ড ভোগ করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানকারী সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতের জন্য অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন এবং প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা সব শিশুর অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষানীতির প্রগ্রসর মৌলিক নির্যাস আইনি কাঠামোতে উঠে এসেছে বাস্তবায়নের জন্য। কিন্তু সেই আইনের খসড়াটাই এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত করতে পারল না আমাদের আমলারা।

সরকার যদি বহুল প্রশংসিত এ জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বিশেষ করে এই নীতির আদর্শিক দিকগুলো বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করে যেতে না পারে, তাহলে শুধু এ কারণেই তার ব্যর্থতার পাল্লা আরও অনেক বেশি ভারী হয়ে যাবে। আগামীতে জাতীয় এ শিক্ষানীতি আর কোনদিন বাস্তবায়নের মুখ দেখবে কি না সন্দেহ। এর শতভাগ দায়ভার বর্তমান ক্ষমতাসীনদেরই নিতে হবে। শিক্ষামন্ত্রীকে নিশ্চয়ই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। সেই সঙ্গে যুগ্ম সচিব খসড়া কমিটির বৈঠকে কেন সময় দিতে পারলেন না তারও খোঁজখবর নেয়া দরকার। তিনি সাবোটাজ করছেন কি না সেটাও আমাদের জানা দরকার। তার কাজের অগ্রাধিকারে শিক্ষা আইন চূড়ান্তকরণের বিষয়টি কেন কম প্রাধান্য পেল আমরা তাও জানতে চাই।